বিচারপতির প্রশ্ন শিক্ষকরা আগে কোথায় ছিলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৩ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১২ অক্টোবর ২০১৯ ২৩:৩৭

হাইকোর্টের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ বলেছেন, ‘ইউনিভার্সিটিতে র‍্যাগিং হয় সেটা আমরা সবাই জানতাম। অনেক পত্রিকায় সেগুলো নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু আমরা নীরব, প্রশাসন নীরব, ইউনিভার্সিটি অথরিটি নীরব, সবাই নীরব। যেই আউটবার্স্ট (বিস্ফোরণ) ঘটল, আবরার মারা গেল, যখন প্রধানমন্ত্রী বললেন, এটার বিচার হতে হবে, তখন সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সবাই বলছেনÑ র‍্যাগিং হচ্ছে ইউনিভার্সিটি প্রশাসন দেখেনি কেন? ভিসি কী করেছে এতদিন?’ বিচারপতি বলেন, ‘এটা এখন কেন বলবেন সবাই! আগে শিক্ষকরা কোথায় ছিলেন?’ গতকাল সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন শেখ হাসান আরিফ। আইন আদালত বিষয় সাংবাদিকদের সংগঠন ‘ল রিপোর্টার্স ফোরামের’ সদস্যরা এ কর্মশালায় অংশ নেন। বিচারপতি বলেন, যখন র‍্যাগিং হচ্ছিল, ‘যখন ছাত্রদেরকে এভাবে মারধর করার একটা কালচার তৈরি হয়েছে, উপদেশ দেওয়ার নামে গেস্টরুমে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করার একটা কালচার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তৈরি হয়েছে, তখন শিক্ষকরা কোথায় ছিলেন? আজ শিক্ষক সমিতি আবরারের ঘটনা নিয়ে মিছিল করছে। আপনারা সেদিন কোথায় ছিলেন? যখন এই র‍্যাগিংগুলো আপনার প্রতিষ্ঠানে হচ্ছে আপনি কী করেছেন, কী পদক্ষেপ নিয়েছেন পুলিশকে রিপোর্ট করেছেন, করেননি?’

advertisement

হাসান আরিফ আরও বলেন, ‘ক্যাসিনো নিয়ে অনেক কিছু হচ্ছে এখন। ক্যাসিনো বাংলাদেশে অনেক বছর ধরে আছে, কিন্তু সাংবাদিকরা পেরেছেন

রিপোর্ট করতে এটা নিয়ে পারেননি। যখন প্রধানমন্ত্রী বললেন ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব, তখনই সাংবাদিকরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন রিপোর্ট করার জন্য, কার কত শত কোটি টাকা আছে। তা হলে আসলেই কি আমাদের দেশে পুরোপুরি প্রেসের বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে? তার মানে কি আপনাদের মধ্যেও একটা ভয় কাজ করছে? আমি রিপোর্ট করলে হয়তো আমি সমস্যায় পড়ে যাব, হয়তো আমার সম্পাদক সমস্যায় পড়ে যাবে। এ রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে একই রকমভাবে যৌন হয়রানিটা ডেভেলপ করছে।’

তিনি বলেন, ‘সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইনডেক্স বলছে- আমাদের সাংবাদিকদের বা প্রেসের স্বাধীনতা কমে গেছে; ৭/৮ ধাপ নেমে গেছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে প্রতিদিন আমরা গরম গরম বা সেনসেটিভ খবর পাচ্ছি। খেয়াল করে দেখবেন- আপনারা সাংবাদিকরা তখনই একটা বিষয়ে রিপোর্ট করেন বা করতে পারেন, যখন সেটা আউটবাস্ট হয়ে যায়। একদম নগ্নভাবে যখন চোখের সামনে চলে আসে। কিন্তু চোখের সামনে আসার আগে ঘটনাগুলো হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন না। তিনি বলেন, এই প্রকাশ করতে না পারার পেছনে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আছে। এখানেই প্রেসের স্বাধীনতার একটা সমস্যা আছে।